দৈনিক ইত্তেফাক

25

তারিখ ... ... OCT 02 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩....

গোপালপুরে মাদ্রাসায় ভুয়া ছাত্র দেখাইয়া ৬ লক্ষ টাকার চাউল-গম আত্মসাৎ

গোপালপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা) ॥ স্থানীয় প্রশাসনের রহস্যজনক নীরবতার দরুন মধুপুর থানার শোলাকুড়ি ইউনিয়নের মমিনবাগ এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য সরবরাহ করা 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর' চাউল পাচার ও আত্মসাতের ঘটনা তিন মাসেও সুরাহা হয় নাই। বিষয়টি নিয়া এলাকায় চরম অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে। জানা যায় সরকারের প্রচলিত নীতিমালা সম্পূর্ণরূপে লংঘন করিয়া একটি অসাধু চক্র ১৯৯৫ সালে রেজিষ্ট্রেশন-বিহীন উক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী'র অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ২৯৮ জন ভুয়া ছাত্রছাত্রী দেখাইয়া (প্রকৃত ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৮৮ জন) প্রতি মাসে ৩৬ মণ করিয়া চাউল উত্তোলন শুরু করে। প্রভাবশালী একটি চক্রের যোগসাজশে প্রতি মাসে ৫/৬ মণ চাউল বিতরণ এবং অবশিষ্ট চাউল প্রকাশ্যে বিক্রয়ের রেওয়াজ চালু করে। স্থানীয়

(১২শ পৃঃ দ্রঃ)

গোপালপুরে মাদ্রাসায়

(৩য় পৃঃ পর)

প্রশাসনকে এলাকাবাসী লিখিতভাবে একাধিকধার জানান সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। গ্রামবাসীরা একাধিকবার চোরাই চাউল আটক করিলেও নানা হুমকি দিয়া উহা ছাড়াইয়া নেওয়া হয়। মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নেপথ্য নায়ক বলিয়া এলাকাবাসীর অভিযোগ। থানা শিক্ষা অফিস এ অভিযোগের সত্যতা স্বীকারও করে। গতজুলই মাসে সভাপতির নির্দেশে সংশ্লিষ্ট ডিলার পূর্ববর্তী ৪ মাসের ১৪৪ মণ চাউল একসাথে তুলিয়া নির্দিষ্ট গুদামের পরিবর্তে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠায়। গত ৭ই জুলাই মাত্র ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যৎসামান্য চাউল বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট কালোবাজারে বিক্রী করিয়া দেয়। ৮ই জুলাই গভীর রাতে ঐ চাউল অন্যত্র পাচারকালে শোলাকুড়ি বাজারে জনতা আটক করে। বিক্ষুব্ধ জনতার দাবীর মুখে স্থানীয় ইউ, পি চেয়ারম্যান আটক করা চাউল নিজ হেফাজতে ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে রাখিয়া চৌকিদারের মাধ্যমে পাহারার ব্যবস্থা করেন। পর দিন ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ হইতে থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে চাউল পাচার ও আটকের কথা লিখিতভাবে জানাইয়া আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান হয়। ১৪ই জুলাই থানার একজন এস, আই এবং থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া অভিযোগের সত্যতা পান। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির বাড়ীতে বেআইনীভাবে রাখা যাবতীয় কাগজপত্র ও চাউল বিতরণের ভুয়া কার্ড সীজ করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে ভুয়া ছাত্র-ছাত্রী দেখাইয়া ৫ বছরে কম পক্ষে ৬ লক্ষ টাকার চাউল ও গম আত্মসাৎ করার কথা বলা হয়।

কিন্তু পররর্তীতে প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোন মামলা হয় নাই। ৩ মাসেও আটক করা চোরাই চাউল সরকারী হেফাজতে নেওয়া হয় নাই। স্থানীয় প্রসাশন বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। থানা শিক্ষা কর্মকর্তার বক্তব্য, তাহাকে চাপের মুখে রাখা হইয়াছে। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা জানায়, অভিযোগটি পুলিশ তদন্ত করিতেছে। তাহার করার কিছুই নাই। অপরদিকে থানা পুলিশ জানায়, মামলা না হওয়ায় তাহাদের করণীয় নাই।